দৈনিক
ইত্তেফাক

21 OCT 2016

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি বিড়ম্বনা

মো. সফিউল আলম প্রধান

বাংলাদেশে উচ্চশিক্ষা অর্জনে মানসম্পন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়া এখন বেশ চ্যালেঞ্জের ব্যাপার। ইচ্ছে করলেই পছন্দের বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়া যায় না। বিশেষ করে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে। এ জন্য নানামুখি দুর্ভোগ-বিড়ম্বনা, ভোগান্তি ও মানসিক চাপের শিকার হতে হয় শিক্ষার্থী এবং অভিভাবকদের। কারণ প্রতিবছর উচ্চমাধ্যমিক পাস করা শিক্ষার্থীর তুলনায় এসব বিশ্ববিদ্যালয়ে আসনসংখ্যা অনেক কম। তাই ভর্তি পরীক্ষা তথা ভর্তি প্রক্রিয়া এক সময় রূপ নেয় ভর্তিযুদ্ধে।

চলতি বছর এইচএসসি ও সমমান পরীক্ষায় আটটি সাধারণ শিক্ষা বোর্ড, মাদ্রাসা ও কারিগরি বোর্ড থেকে মোট ১৪ লাখ ৫২ হাজার ৬০৫ জন পাস করেছেন। জিপিএ-৫ পেয়েছেন ১ লাখ ৯ হাজার ৭৬১ জন। হিসেব অনুযায়ী গত বছরের চেয়ে এ বছর ১ লাখ ৬৯ হাজার ৯৮৭ জন বেশি পাস করেছেন। এই শিক্ষার্থীদের সঙ্গে যোগ হবেন গতবার যারা কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে পারেননি, অথবা হননি। সব মিলিয়ে এবার প্রায় ১৭ লাখের মতো শিক্ষার্থী বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তিযুদ্ধে নামছেন। এদিকে কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে দ্বিতীয়বার ভর্তি পরীক্ষার সুযোগ বন্ধ করে দিয়েছেন।

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের তথ্যমতে, দেশে মোট ৩৭টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় ও তিনটি আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয় আছে। এসব বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটির পরীক্ষা পদ্ধতি ভিন্ন এবং তা পৃথকভাবে হয়ে থাকে।

ফলে শিক্ষার্থীদের পরীক্ষা দেওয়ার জন্য গুণতে হয় অতিরিক্ত টাকা। এদিকে ভর্তির আবেদন অনলাইনে করা হলেও এ বাবদ বিশ্ববিদ্যালয়গুলো বিপুল ফি ধার্য করে শিক্ষার্থীদের ওপর। প্রায় প্রতি বছরই বাড়ানো হয় ভর্তি ফরমের দাম। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এ বৃদ্ধির পরিমাণ ১০ থেকে ৩০ শতাংশ পর্যন্ত। এসব নিয়ে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে দেখা দেয় অসন্তোষ ও বিক্ষোভ। শাবিপ্রবিতে ২০১৬-১৭ শিক্ষাবর্ষে ভর্তি ফরমের মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে ১০০০-১২০০ টাকা। যেখানে গত বছর ভর্তি ফরমের মূল্য ছিল ৮০০-৮৫০ টাকা। ২০০৮-২০০৯ সালে যেখানে ছিল ৩০০-৩৫০ টাকা। অর্থাৎ মাত্র কয়েক বছরের ব্যবধানে ফরমের মূল্য প্রায় চার গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। এনিয়ে অবশ্য সেখানকার স্টুডেন্ট ও বিভিন্ন সংগঠনগুলো প্রশাসনের এই অবিবেচিত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আন্দোলন করছে। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে গত বছরের ৫০০টাকা মূল্যের ফরম এবছর ৫৫০টাকা। ইমলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০১৫-১৬ শিক্ষাবর্ষের ভর্তি পরীক্ষার ফরমের মূল্য ৫০ টাকা বাড়িয়ে ৪৫০ টাকা করেছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে গত বছর ভর্তি ফরমের মূল্য ছিল ৪০০ টাকা এবার মূল্য রাখা হয়েছে ৫০০ টাকা। বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে এ বছর স্নাতক ১ম বর্ষ ভর্তি পরীক্ষায় ভর্তি ফরমের মূল্য ১০০ টাকা বৃদ্ধি করে ৬০০ টাকা থেকে ৭০০ টাকা করা হয়েছে। এভাবে প্রায় প্রত্যেকটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবছর নানা অজুহাতে ফরমের মূল্য বৃদ্ধি করেই চলেছে। এদের নিয়ন্ত্রণে ইউজিসির নেই কোনো নির্দিষ্ট নীতিমালা।

দেশের বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে চারটি, ছয়টি, আটটি, এমনকি এর চেয়েও বেশি অনুষদ রয়েছে। একজন শিক্ষার্থী একই বিশ্ববিদ্যালয়ে একাধিক ইউনিট বা বিভাগে আবেদন করতে পারেন। ফলে পছন্দের শীর্ষে থাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শুরু করে পছন্দের শেষ দিকে থাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ইউনিটে

ভর্তি হতে বেশিরভাগ শিক্ষার্থীই একাধিক আবেদন করেন। প্রতিটি আবেদনের সঙ্গে ৩০০, ৪০০, এমনকি ৮০০ বা এক হাজার টাকা করে ফি জমা দিতে হয়। অর্থাৎ শুধু ফরম জমা দেওয়া বাবদই একজন শিক্ষার্থীকে বিপুল টাকা গুণতে হয়। অন্যদিকে এ অর্থ জোগাতে গিয়ে হিমশিম খেতে হয় নিম্ন মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র পরিবারের মেধাবী শিক্ষার্থীদের।

সাধারণত মধ্যবিত্ত বা নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তানদের প্রথম পছন্দ পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়। কারণ, পড়ালেখার খরচ কম। কিন্তু এই 'কম খরচের বিশ্ববিদ্যালয়ে' ভর্তি হওয়ার জন্য তাদের অভিভাবকদের ব্যয় করতে হয় বিপুল অর্থ। এইচএসসি পরীক্ষার পর কোচিং সেন্টারে ভর্তি হওয়া, গ্রামের হলে ঢাকায় থেকে তিন-চার মাস থাকা-খাওয়া এবং বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির আবেদন ও পরীক্ষা বাবদ একেকজনের ৭০ হাজার থেকে এক লাখ টাকারও বেশি খরচ হয়ে যায়। কোচিং সেন্টারগুলোও বিভিন্ন অজুহাতে বিপুল পরিমাণ অর্থ হাতিয়ে নেয় শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে।

অন্যদিকে ভর্তির মৌসুমে বিশ্ববিদ্যালয় ভেদে কয়েক কোটি টাকারও বেশি আয় হয় ভর্তিচ্ছুদের কাছ থেকে ফি বাবদ। সম্প্রতি একটি জাতীয় দৈনিকে দেশের একটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি ফরমের মূল্যবৃদ্ধি নিয়ে শিরোনাম ছিল এমন—'বিশ্ববিদ্যালয় ধাপে ধাপে বাড়ছে ফরমের মূল্য, এ খাত থেকে গতবছর প্রতি শিক্ষক পান এক লাখ টাকা'। ভাবা যায়? একটা গরীব কৃষক পরিবারের যেখানে মাস চলে তিন থেকে পাঁচ হাজার টাকায় সেখানে সন্তানকে দুইটার বেশি তিনটা ভার্সিটির ফরম তুলতে খরচ করতে হয় চার থেকে পাঁচ হাজার টাকা! আর সে টাকা শিক্ষকরা জন প্রতি ভাগ করে নিচ্ছেন এক লাখ টাকা করে।

এ ছাড়া দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা এসব বিদ্যায়তনে ছোটাছুটি করতে গিয়ে নাভিশ্বাস ওঠে ভর্তিচ্ছুদের। অপচয় হয় সময় ও শ্রম। ভ্রমণের ক্লান্তি ও মানসিক যন্ত্রণার সঙ্গে যোগ হয় নানা হয়রানি। বিভিন্ন বছরের ভর্তিচিত্র পর্যালোচনা করলে দেখা যায় শিক্ষার্থীদের সীমাহীন ভোগান্তির বিষয়। কয়েক বছর বিপুলসংখ্যক শিক্ষার্থীর রাজশাহীর রেলস্টেশনের পাশে রাত কাটিয়ে পরদিন ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের খবরে আলোড়ন সৃষ্টি হয় দেশজুড়ে। এ বছরও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মল চত্বরে গাড়িতে রাতযাপন করেন বেশ কিছু ভর্তিচ্ছু। প্রতিবছরই ভর্তি পরীক্ষার সময় বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাদ, বারান্দা ও হলের সামনে শিক্ষার্থীদের রাতযাপনের এমন খবর অহরহ দেখা যায়। এ ছাড়া ছয়-সাত ঘণ্টা ভ্রমণ করে, নির্ঘুম রাত কাটিয়ে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করায় অনেক শিক্ষার্থীই অসুস্থ হয়ে পড়েন। ফলে পরীক্ষা অনিবার্যভাবেই খারাপ হয়। তাই অনেক শিক্ষার্থীই তাদের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছতে পারেন না।

এসব দুর্ভোগ ও বিড়ম্বনা লাঘবে সবচেয়ে কার্যকারী পদক্ষেপ হতে পারে সমন্বিত ভর্তি পরীক্ষা পদ্ধতি। মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি পরীক্ষার মতো একসঙ্গে সব পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা হলে শিক্ষার্থীরা এ দুর্ভোগ থেকে পরিত্রাণ পাবেন বলেই আমি মনে করি।

● লেখক : শিক্ষার্থী : সরকার ও রাজনীতি বিভাগ,
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়